ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

আন্দোলনকারী ছাত্রদেরকে ঢা.বি প্রক্টর

গাছের নিচে অসামাজিক কাজ হয়, হেরোইন-গাঁজা খায়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : 'বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের নিজের বাড়ি নয়, তোমাদের বাড়িতে তোমাদের বাবা যে গাছগুলো কাটে সেগুলো গিয়ে রক্ষা করো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাঁকা স্থানে গাছগুলোর নিচে ছেলে-মেয়েরা যখন অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, হেরোইন, গাঁজা খায় তখন তো তোমরা কিছু বলো না। ওসমানী এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যখন গাছ কাটা হয়েছে,তখন তোমরা কোথায় ছিলে? তোমাদের পেছনে কারা কলকাঠি নাড়ছে সব আমরা জানি। সবার লিস্ট আছে আমাদের কাছে।'

কথাগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলামের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি ও ডাকসু ভবনের মধ্যবর্তী স্থানে গাছ কেটে ভবন নির্মাণের প্রতিবাদকারী 'অপরিকল্পিত স্থাপনাবিরোধী ছাত্রছাত্রীরা' গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানাতে গেলে প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এ কথা বলেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, প্রক্টর একজন ছাত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের মতো কিছু মেয়ের জন্যই সূর্যাস্ত আইন বাতিল করতে হয়েছে। এখন মেয়েরা সন্ধ্যার পর হলগুলোর সামনে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এখানে-ওখানে অসামাজিক কাজ করে বেড়ায়। তিনি আরো বলেন, লাইব্রেরিতে পড়ালেখা এবং টিউশনির জন্য সেসময় সূর্যাস্ত আইন বাতিল করা হলেও কজন ছাত্রী লাইব্রেরিতে যায়। আবার গেলেও সেখানে আড্ডা দেয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা প্রক্টরের কথার প্রতিবাদ করলে তিনি বলেন, তোমরা কয়েক বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছো, আর আমাদের এখানে থাকতে হবে বছরের পর বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তোমাদের চেয়ে আমাদের দরদ অনেক বেশি। কোথায় গাছ কাটতে হবে কি হবে না তোমাদের চেয়ে আমরা ভালো বুঝি।

প্রক্টর ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন প্রমুখ।

অপরিকল্পিত স্থাপনাবিরোধী ছাত্রছাত্রীরা গতকাল গাছ কেটে ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

গাছের নিচে অসামাজিক কাজ

● শেষের পাতার পর

ভবন নির্মাণের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে জমায়েত হয়। এরপর ক্যাম্পাসে কয়েক দফা মিছিল শেষে তারা উপাচার্যের দপ্তরে গিয়ে এ বিষয়ে বৈঠকে বসে।

গাছ কেটে ভবন নির্মাণের প্রতিবাদে ধারাবাহিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে আগামীকাল এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

বৈঠকে ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ছাত্রছাত্রীদের বলেন, প্রস্তাবিত পার্সিয়ান স্টাডিজ সেন্টার নান্দনিক হবে। তিনি বলেন, এর সৌন্দর্য তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।

এদিকে প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলামের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ওরা তো অনেক কথাই বলবে। আমরাও এখানকার ছাত্র ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালোমন্দ নিয়ে তো আমাদেরও চিন্তা কম নয়। তিনি বলেন, সূর্যাস্ত আইন প্রসঙ্গে তিনি বৈঠকে কিছু বলেননি।